অধ্যায়-০৪ ঃ পিডিপি প্রণয়নের ধাপ এবং প্রক্রিয়া

(Steps and Process of PDP preparation)

৪.১ প্রস্তুতিমূলক পর্ব: বিভিন্ন গ্রুপ ও কমিটিসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা (Preparatory Phase: Establishment of the Institutional Arrangement Including Various Groups and Committees)

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা পৌর জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে। ইহা চাহিদা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাবনা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। ভৈরব পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ, সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, অগ্রাধিকার নিরূপণে একই ধরণের মাপকাঠির ব্যবহার, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের মূল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ভৈরব পৌরসভায় বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে যারা জনগনের চাহিদা সঠিক ভাবে তুলে ধরবে।

৪.২ পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন করা (Formation of Pourashava Core Group)

মেয়রের নেতৃত্বে এবং এলজিইডি এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পৌরসভার কোর গ্রুপ পিডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়েছে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উক্ত কমিটি প্রতি মাসে একের অধিক বার সভায় বসেছে এবং বিভিন্ সেক্টর থেকে আগত রিপোর্ট সমুহ পর্যালোচনা করেছে। পিডিপি প্রণয়নে এটিই ছিল গুরুত্বপূর্ন একটি কমিটি যার দিক নির্দেশনায় ভৈরব পৌরসভা একটি মান সম্মত ও কার্যকরী পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।

ভৈরব পৌরসভায় গত ২৩-১০-২০২২ ইং তারিখে ০৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে কোর গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যার সদস্য সচিব হচ্ছে সহকারী প্রকৌশলী।

নিম্নে পৌরসভার কোর গ্রুপ গঠন কাঠমো উল্লেখ করা হলো-

১.	মেয়র	- আহ্বায়ক
২.	ওয়ার্ড কাউন্সিলর (২ জন)	- সদস্য
৩.	মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর (১ জন)	- সদস্য
৪.	নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি	- সদস্য
৫.	সিইও অথবা সচিব (১ জন)	- সদস্য
৬.	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	- সদস্য
৭.	সহকারী প্রকৌশলী	- সদস্য-সচিব

৪.২.১ পৌরসভা কোর গ্রুপের কার্য পরিধি

পৌরসভার কোর গ্রুপ নিম্ন বর্নিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে

- পিডিপি প্রস্তুতকরণের কাজ তদারকি করা;
- পিডিপির ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বৈধকরণ;
- প্রকল্প চিহ্নিত করনে সহায়তা;
- চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ প্রস্তুত, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সহায়তা এবং
- পিডিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে সহায়তা।

৪.৩ শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Town Level Coordination Committee (TLCC) and its Functionalization)

পৌরসভা হল স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। নাগরিকদের কল্যাণার্থে এবং সমগ্র পৌর এলাকার নাগরিকদেরকে যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি কল্যাণমূখী সংস্থা। এ কারণে পৌরসভার উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী এই উভয় ধরণের কর্মকান্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। পৌরসভা উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী কর্মকান্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারার ক্ষমতাবলে ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ (টিএলসিসি) গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ০৯ মার্চ ২০১১ খ্রিঃ ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করে।

পূর্ববর্তী ও চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন উদ্যোগের স্থায়ীত্ব ও নিশ্চিত করে।

সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং প্রাসঙ্গিক আদেশ দ্বারা ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ (টিএলসিসি)-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। পৌরসভার আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ‘শহর সমন্বয় কমিটি’কে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণের ও সংশ্লিষ্ট মহলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪.৩.১ শহর সমন্বয় কমিটি গঠন:

‘শহর সমন্বয় কমিটি’ হল পৌর-কাউন্সিলরবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত পৌরসভার একটি প্রতিনিধিত্বধর্মী কমিটি, যার সদস্য সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক হবে না। এই পঞ্চাশ সদস্যের মধ্যে অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য থাকতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা মোতাবেক ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ গঠনপ্রণালী নিম্নরূপঃ

সারণী ৪.৩.২ ঃ শহর সমন্বয় কমিটি গঠন কাঠামো

ক্রঃ নং	পেশার শ্রেনীবিভাগ	কমিটিতে পদবী
১)	মেয়র	চেয়ারপার্সন
২)	কাউন্সিলর (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)- ১২ জন	সদস্য
৩)	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসন, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত, সমাজসেবা, সমবায়, বিটিসিএল (তদানীন্তন টিএন্ডটি)- ০৮ জন	সদস্য
৪)	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি (শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক)- ০৫ জন	সদস্য
৫)	এনজিও প্রতিনিধি- ০৪ জন	সদস্য
৬)	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি- ১২ জন	সদস্য
৭)	শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- ০৭ জন	সদস্য
৮)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ পৌরনির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৪.৩.৪ শহর সমন্বয় কমিটি গঠনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

‘শহর সমন্বয় কমিটি’ গঠনকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে:

১) প্রতি ওয়ার্ড থেকে ০১- ০৩ জন সদস্য মনোনীত করা;
২) কমপক্ষে মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা;
৩) শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করার পূর্বে সম্ভাব্য যোগ্য নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে অন্তর্ভুক্তিতে তাদের আগ্রহ জানা; এবং
৪) প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সহযোগী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা।

ভৈরব পৌরসভায় গত ২৭.০৫.২০২১ ইং তারিখে মোট ৫০ জন সদস্যের সমন্বয়ে টিএলসিসি গঠন করা হয় যার সদস্য সচিব হচ্ছে পৌরসভার পৌরনির্বাহী কর্মকর্তা । পরবর্তীকালে ২৯-০৪-২০২২ ইং তারিখে এটি পুনঃগঠন করা হয় যার মূল কারন ছিল কিছু সদ্য পরিবর্তিত হওয়া। পরিবর্তিত কমিটিতে পুরুষ সদস্য ৩২ জন ও মহিলা সদস্য ১৮ জন। বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর জনগনের সমন্বয়ে এ কমিটি তৈরী হয়েছে যা একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আয়োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পৌরসভার সকল গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

৪.৪ ওয়ার্ড কমিটি, জেন্ডার কমিটি, পিইউ কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Ward Committees (WC), Gender Committee (GC) and Planning Unit (PU) and its Functionalization)

৪.৪.১ ওয়ার্ড কমিটি গঠন

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও পরিচালিত হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে “ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি” গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

সারণী ৪.৪.১ঃ ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন কাঠামো

ক্রঃনং	পেশার শ্রেনীবিভাগ	কমিটিতে পদবী
১)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সভাপতি
২)	ঐ ওয়ার্ডের (সংরক্ষিত আসন) মহিলা কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
৩)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (০১ জন মহিলাসহ ০৩ জন)	সদস্য
৪)	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি (০১ জন মহিলাসহ ০২ জন)	সদস্য
৫)	পেশাজীবী সংগঠন (১ জন মহিলাসহ ০২ জন)	সদস্য
৬)	সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী**	সদস্য-সচিব

*ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ১০ সদস্যের বেশী হবে না।

** পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলীর বাহিরেও অন্য যেকোন কর্মকর্তাকে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে।

পৌরসভার মাধ্যমে বাস্তবায়িত যাবতীয় সেবাধর্মী কার্যক্রমসহ জনকল্যাণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

৪.৪.২ ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি সভার গুরুত্ব

নিম্নলিখিত কারণে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা গুরুত্বপূর্ণ-

- ✓ ওয়ার্ড এর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ✓ ত্রৈমাসিক সভা ও আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ডের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে তা শহর সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন করে।

- ✓ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান,পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে।
- ✓ পৌরকর ও ফিসমূহ নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করে।
- ✓ আইন-শৃংখলা ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে পৌরসভাকে সহযোগীতা প্রদানে নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।

৪.৪.৩ ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি সভার অনুষ্ঠান চক্র

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভার আয়োজন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে করতে হবে। সভা কার্যকর ও সফল করার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসরণ করা প্রয়োজন। উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ধারবাহিক চক্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

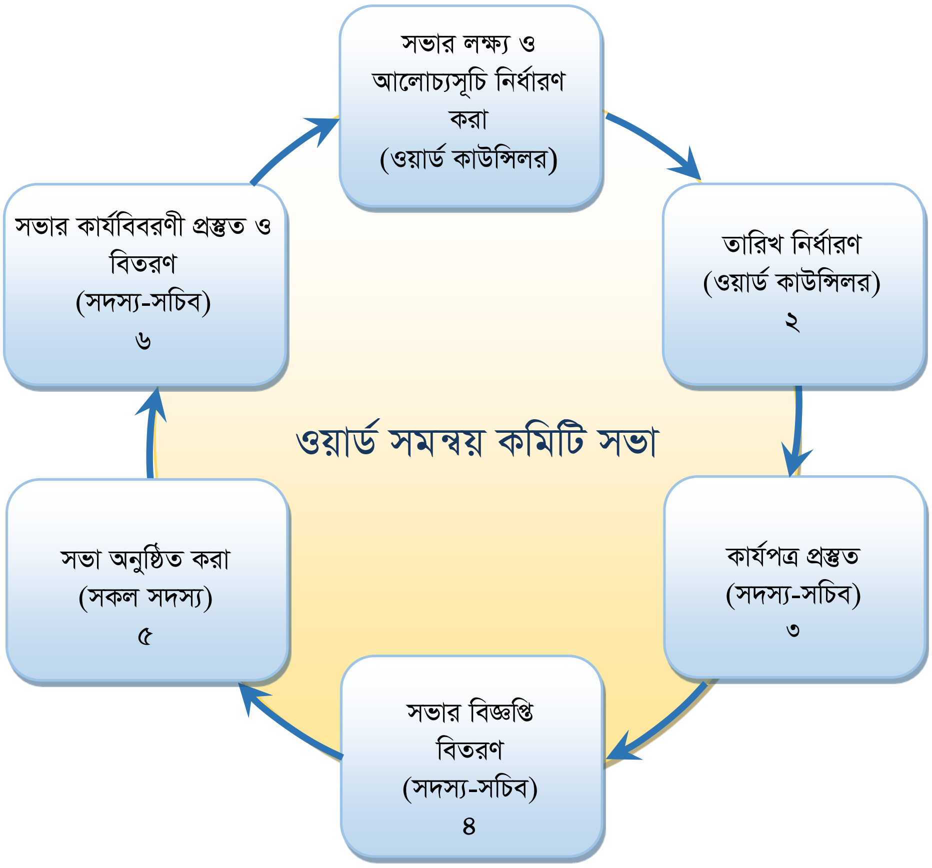

৪.৪.৪ ভৈরব পৌরসভায় ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি

ভৈরব পৌরসভায় গত ৩১.০৪.২০২২ ইং তারিখে প্রতি ওয়ার্ডে মোট ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয় যার সদস্য সচিব হচ্ছে পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী। প্রতি কমিটিতে অন্তত ৪০ শতাংশ নারী রয়েছে। বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর জনগনের সমন্বয়ে এ কমিটি তৈরী হয়েছে যা একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আয়োজন করা হয় যার মাধ্যমে পৌরসভার সকল গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

৪.৫: ভৈরব পৌরসভায় জেন্ডার (GC) কমিটিঃ

ভৈরব পৌরসভায় গত ৩১.০৪.২০২২ ইং তারিখে মোট ৭ সদস্যের সমন্বয়ে জেন্ডার কমিটি গঠন করা হয় যার সদস্য সচিব হচ্ছেনপৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী। এ কমিটি প্রতি মাসে অন্তত একবার সভার আয়োজন করে এবং পৌরসভার প্রশাসনিক, সাধারন, প্রকৌশল, হিসাবসহ অন্যান্য সকল শাখা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন, সমমর্যাদা এবং তাদের জন্যে কাজের পরিবেশ তৈরী করে দেয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে দরীদ্র ও হত-দরীদ্র মহিলাদের উন্নয়নে কি কি কর্মসুচী নেয়া যায় তাও আলোচনা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই জেন্ডার কমিটি ভৈরব পৌরসভার জন্যে PRAP তৈরী করে যা PDP তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪.৬: ভৈরব পৌরসভায় পিইউ (PU) কমিটিঃ

ভৈরব পৌরসভায় গত ৩১.০৪.২০২২ ইং তারিখে মোট ৪ সদস্যের সমন্বয়ে পিইউ(PU)কমিটি গঠন করা হয় যার সদস্য সচিব হচ্ছেনপৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী। এ কমিটি প্রতি মাসে অন্তত একবার সভার আয়োজন করে যার মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.৭: পাইলট ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় এলাকায় কমপক্ষে ১টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন এবং কার্যকরীকরণ (Formation of Community Based Organization in Core Area on a Pilot Basis (at least one) and its Functionalization)

পৌরসভা একটি সেবা প্রদানকারী নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে পৌরসভার কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এ স্পষ্ট করা হয়েছে। পৌরসভার আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে পৌরসভার কার্যক্রমের সাথে তৃণমূল জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের জনসম্পৃক্ততা বিবেচনা করে পৌরসভার গণমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) কে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন পৌরসভার মহল্লায় বসবাসকারী জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। সিবিও সমূহের সাথে পরামর্শ করার মাধ্যমে পৌরসভা প্রন্তিক জনগোষ্ঠির চাহিদা নিরূপণ করতে সক্ষম হয়। বর্জ্য সংগ্রহ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায়ও সিবিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেপারে। সে কারণেই বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পে সিবিও গঠনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পৌরসভাসমূহে কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, দরিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা, জেন্ডার পরিকল্পনা ও O & M পরিকল্পনায় উপ-প্রকল্প গ্রহণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও তাদের মালিকাবোধ সৃষ্টি করে। অতএব পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকায় অন্তত একটি সিবিও পাইলট ভিত্তিতেগঠন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪.৭.১ সিবিও গঠন কাঠামো

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন, দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনে পৌরসভাকে সহয়োগীতা প্রদানের লক্ষ্যে, ২০০-৩০০ পরিবারকে যুক্ত করে, কমিউনিটি পর্যায়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। পুরুষ ও নারী কাউন্সিলরবৃন্দ সিবিওতে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সিবিও'র কার্য-নির্বাহী কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সারণী ৪.৭.২ ঃ সিবিও গঠন কাঠামো

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
১.	সভাপতি	১
২.	সহ-সভাপতি	১
৩.	সম্পাদক	১
৪.	যুগ্ম সম্পাদক	১
৫.	কোষাধ্যক্ষ	১
৬.	সদস্য	৭
মোট		১২

৪.৭.৩ সিবিও'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

সিবিও'র নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত হয়-

- সমস্যাসঙ্কুল বিষয়াদি যেমন: ভূপৃষ্ঠস্থ পানির নির্গমন, স্যানিটেশন, গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।
- এলাকার জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত কাজসমূহের তালিকা প্রণয়ন এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করে উক্ত কাজ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য পথ ও মাধ্যম খুঁজে বের করা।
- পৌরসভার কর, পানির বিল ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পৌরসভাকে সহায়তা প্রদানকরা।
- সামজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরা।
- বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য একজন ভ্যান চালক নিয়োগ করে জনগণকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা এবং বর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে কম্পোস্ট সার উৎপাদন করে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।
- যেকোন অর্পিত দায়িত্ব পালনে পৌরকর্তৃপক্ষকে সহযোগীতা প্রদান করা।
- এলাকায় বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় প্রণীত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুসারে দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

৪.৭.৪ ভৈরব পৌরসভায় সিবিও কমিটি

ভৈরব পৌরসভায় পাইলট আকারে একটি সিবিও গঠন করা হয়েছে যা পৌরসভার ০৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এই কমিটিতে মোট খানার সংখ্যা প্রায় দুইশত। এর তেমন কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়নি। শুধুমাত্র একটি পরিচিতি মূলক সভা আয়োজন করা হয়েছে। তবে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব থেকে এই সিবিও পুরোমাত্রায় তার কার্যক্রম পরিচালিত করবে।

৪.৮ নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of the Urban Planning, Citizen Services and Development of Standing Committees and its Functionalization)

নাগরিক চাহিদা পূরনে পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সকল প্রকার অবকাঠামো পরীক্ষনের সাথে সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই কমিটি পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। কমিটিটি পৌরসভার স্থায়ী কমিটি গঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত উপ-আইন (২রা জানুয়ারী,২০১৩) অনুযায়ী গঠিত হয়েছে। উপ-আইনে নির্দেশিত কাযাবলী ছাড়াও কমিটিটি নবিদেপের আওতায় পিডিপি প্রস্তুত করন এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ এর কাযাবলী তদারকী করবে।

ভৈরব পৌরসভায় গত ১৭.০৩.২০২১ ইং তারিখে মোট ০৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় । পরবর্তীকালে ৩১.০৪.২০২২ ইং তারিখে এটি পুনঃগঠন করা হয় যার মূল কারন ছিল প্রথম কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়া। কারন দুই বছর পর পর কমিটি পরিবর্তিত হবে। কমিটিতে পুরুষ সদস্য ০৪ জন ও মহিলা সদস্য ০১ জন। এটি প্রতি মাসে আয়োজন করার কথা বলা হয়েছে -

৪.৯ সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Sector-Wise Working Groups and its Functionalization)

সেক্টর ভিত্তিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ, পিডিপি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং পৌরসভার কোর গ্রুপকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে চারটি সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো হল-

১) অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান;
২) দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামজিক উন্নয়ন;
৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং
৪) পরিচালন পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ।

এ ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে এবং কোর গ্রুপের সাথে পরামর্শ করে গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ভৈরব পৌরসভায় গত ৩১.০৪.২০২২ ইং তারিখে মোট ০৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে । এ ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগী ভূমিকায় পালন করেছে।

৪.৯.১ প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করা (Organization of the Inception Workshop)

পিডিপি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই একটি প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা প্রদান এবং পৌরসভা পর্যায়ে পিডিপি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট সকল মহল, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভার কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দকে যুক্ত করে এ কর্মশালার আয়োজোন করা হয়েছে।

৪.৯.২ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা (Stakeholder Analysis)

পৌরসভার মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলরদেরকে নিয়ে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, দরিদ্রদের প্রতিনিধি, মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ভৈরব পৌর এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা করে সকল শ্রেণী পেশার নাগরিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে পৌরসভার স্টেকহোল্ডারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তালিকা প্রণয়নের সময় স্টেকহোল্ডার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে সকল নাগরিক/কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যারা পৌর সেবা গ্রহণ করে এবং যাদের পৌর সেবা ও পৌরসভার কার্যক্রমের উপর আগ্রহ এবং প্রভাব রয়েছে। এরূপ বিবেচনায় একটি তালিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত তালিকাভুক্ত স্টেকহোল্ডারগণকে অন্তর্ভূক্ত করে স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'ওয়ার্ড ভিশনিং' ও 'পৌরসভা ভিশনিং' অনুশীলন কাজ পরিচালনা করা হয়েছে।

৪.৯.৩ পৌরসভা প্রোফাইলসহ সেকেন্ডারী উৎস থেকে বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ (Baseline Survey from Secondary Sources Including Pourashava Profile)

ভৈরব পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং পৌরসভার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য, বিশেষ করে দরিদ্র ও জেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদির বিদ্যমান অবস্থার সাথে নগর অবকাঠামো ও সেবাসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক, পার্থক্য ও প্রয়োজন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত ছকে 'বেইজলাইন' জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য 'সেকেন্ডারী উৎস' থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঐ জরিপ ছক পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ন 'সেকেন্ডারী উৎস' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভৈরব পৌরসভার কর্মকতা/কর্মচারীবৃন্দ উক্ত ফরম পূরণ করেন, যা পৌর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংশোধন করতঃ প্রকল্প

বাস্তবায়ন ইউনিটে (PMU) দাখিল করে। উক্ত পূরণকৃত বেজলাইন জরিপ ছক পরিশিষ্ঠেএ সংযুক্ত করা হয়েছে। পৌরসভার গুরুত্বপূর্ন 'সেকেন্ডারী উৎস' হিসেবে যে সব হাতিয়ার আছে সেগুলো হল-

- ✓ বেজলাইন সার্ভে
- ✓ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা
- ✓ পরিবার জরিপ
- ✓ পৌরসভা প্রফাইল
- ✓ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রনীত রিপোর্ট ইত্যাদি।

৪.১০ পরিবার জরিপ (Household Survey)

ভৈরব পৌরসভা হোল্ডিং সংখ্যা বিবেচনায় তিনশত পরিবারের মধ্যে প্রশ্নমালা অনুসরণে পৌরসভার আর্থ-সামাজিক চিত্র ও অবকাঠামো সুযোগ সুবিধার বিষয় পৌর নাগরিকদের ধারণা সংগ্রহ করার জন্য উক্ত পরিবার জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাতে এবং মহিলা প্রধান পরিবার ও দরিদ্র জনগনের প্রতিনিধিত্বসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব যাতে নিশ্চিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে এলোমেলো জরিপের আওতায় পরিবার নির্বাচন করা হয়।

ভৈরব পৌরসভায় পরিবার জরিপের কাজে পূর্ব নির্ধারিত আংশিক প্রি-কোডেড প্রশ্নমালা ব্যবহার করে পরিবার জরিপ সম্পন্ন করা হয়। এ জন্য ০৪ জন জরিপকারী নিয়োগ করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জরিপকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পূর্নদের প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তারা ফ্যাসিলিটেটরদের তত্ত্বাবধানে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে। জরিপকৃত তিনশত পরিবারের জরিপ তথ্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সময়ের অভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে পরবর্তী কালে ইহা বিভিন্ন রিপোর্ট প্রনয়নের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা হবে।

৪.১১ সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের তথ্য বিশ্লেষণ(Analysis of Citizen Report Card)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন,২০০৯ অনুসারে পৌর এলাকার প্রতিটি নাগরিক পৌর সেবার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ভোগ করবে এবং চাহিবা মাত্র পৌরসভা সে সেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এ পরিপ্রেক্ষিতেসিটিজেন রিপোর্ট কার্ড তাদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত কাম্য। পৌরসভা তাদের পৌর সেবার বিবরণ নাগরিকদের নিকট পৌছে দিতে নগরের উল্লেখযোগ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখবে যাতে জনগন অতি সহজেই কোন সেবা কোথায় পাওয়া যায় সে বিষয়ে অবগত থাকে। এ কার্ডের মূল উদ্দেশ্য হল জনগন যাতে খুব সহজেই পৌরসেবার নিকট হতে সেবা নিতে পারে এবং তারা যেন কোন রকম ভোগান্তির শিকার না হয়। ভৈরব পৌরসভায় আজ অবধি এ সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি যদিও 'ক' শ্রেনীর পৌরসভা হিসেবে এটা প্রদান করা অবশ্যই কর্তৃব্য। তবে আশার ব্যপার হচ্ছে পৌরসভা খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড প্রস্তত করে পৌরসেবা জনগনের দৌরগড়ায় পৌছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৪.১২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা(Focus Group Discussions)

নাগরিকদের জীবন যাত্রার মান, স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ এবং পৌরসভা প্রদত্ত সেবার গুণগত মান সম্পর্কিত বেজলাইন তথ্য সংগ্রহের জন্য ফোকাস গ্রুপ ডিস্‌কাশনস (FGD) পরিচালনা করা হয়েছে। তাছাড়া, FGD এর মাধ্যমে পৌরসভার সেবা সম্পর্কে নগরবাসীর উপলব্ধি, প্রয়োজন, প্রত্যাশা এবং সাধারণভাবে জীবনমান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।ভৈরব

পৌরসভায় ৯টি ওয়ার্ডে সর্বমোট ০৯টি ও দুটি বিশেষ (শুধু পুরুষ ও মহিলা) এফজিডি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এক্ষেত্রে এফজিডি প্রকল্প কতৃর্ক নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হয় । ফোকাস গ্রুপ আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো নগর বাসীর বর্তমান অবস্থা, পৌর সেবার সুযোগ, পৌরসভার পরিকল্পনা এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য কি কি প্রয়োজন সে সম্পর্কে ফোকাস এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের উপলব্ধি এবং তাদের মতামত গ্রহন করা। এই আলোচনার মাধ্যমে তাদের অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজনসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। একই ধরনের আলোচনা প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে একটি করে এলাকার বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার নাগরিকদের নিয়ে করা হয়েছে এবং এর ফলাফল পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগর অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হবে। এ ছাড়া প্রতিটি এফজিডি থেকে প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং উন্নত সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়েও তাদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার, অন্যান্য জরিপ বা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের সাথে তুলনা ও সমন্বিত করে ভৈরব পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণকে আরও গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসনে তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ তিনটি বিষয় হচ্ছে-

- ✓ মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান
- ✓ আর্থ-সামাজিক এবং
- ✓ পৌরসভা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ।

৪.১২ দারিদ্র্য মানচিত্র, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Poverty Mapping, Assessment and Prioritization)

ভৈরব পৌরসভায় সংজ্ঞানুযায়ী ১টি বস্তি ও ৩ টি ক্লাস্টার আছে, তবে এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে ক্লাস্টারে অনেক দরিদ্র পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র নিরূপণ ও ম্যাপিং এর উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয় নাই। তবে দারিদ্র নিরূপণ ও কৌশল প্রণয়নে ক্লাস্টার ভিত্তিক দারিদ্র্যের তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP) প্রণয়নের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় PRAP প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হবে। প্রণীত PRAP কর্মপরিকল্পনা পরিশিষ্ঠ আকারে সংযুক্ত করা হবে। তবে পৌরসভার বেইজলাইন জরিপ থেকে দরিদ্র পরিবারের যে তথ্য পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপঃ

সারণী ৪.১২.১ ঃ ভৈরব পৌরসভায় বস্তি ও ক্লাস্টারের তথ্য

ক্রঃ নং	বসবাসকারী এলাকার অবস্থান	বস্তি/ ক্লাস্টারের সংখ্যা	ওয়ার্ড নং	আবাসিক পরিবার সংখ্যা	আবাসিক জনসংখ্যা
১	বস্তি (৫০ পরিবারের অধিক)	১০	১-১২	প্রায় ১০০০-১৪০০	প্রায় ৫২০০-৮৫০০ জন
২	ক্লাস্টার (৫০ পরিবারের কম)	৩	ওয়ার্ড ৫ ও ৬	প্রায় ১৫০-২০০	প্রায় ৫০০-৮০০ জন
৩	অন্যান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থান	-	-	-	-
৪	মোট				

উৎস: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাস্‌ন ২০২২, ভৈরব পৌরসভা

৪.১৩ সামগ্রিক এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক রূপকল্প, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিসহ পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন (Formulation of Pourashava Development Vision Consisting of Overall and Ward-Level Visions, Process of Achieving Goals of Pourashava)

পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন পৌরসভাকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে পালন করতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় পৌরসভা পর্যায়ে জনগনের মতামতকে বিশ্লেষনের জন্য ওয়ার্ড ভিশনিং সভার আয়োজন করা হয় যার মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ। তদ্রুপ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে পৌর ভিশনিং আয়োজন করা হয় যাতে ওয়ার্ড থেকে আসা সমস্যাগুলি একত্রে করে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হয়। পৌর ভিশনিং এ তারা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এর আলোকে একটি পৌর ভিশন বিবৃতি জনগনের সামনে উপস্থাপন করেন।

৪.১৪ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা (Review of the Master Plan)

উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভৈরব পৌরসভায় মহাপরিকল্পনা সম্পূর্ন করা হয়েছে যা স্থাপনা পরিকল্পনা, শহর এলাকা পরিকল্পনা এবং ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা এ তিনটি অংশে বিভক্ত। স্থাপনা পরিকল্পনাটি আগামী বিশ বছরের জন্য করা হয়েছে যেখানে শহর এলাকা পরিকল্পনা দশ বছর ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা মাত্র পাঁচ বছরের জন্য করা হয়েছে। এ অংশে আমরা মহাপরিকল্পনার স্বল্প মেয়াদী অংশ নিয়ে পর্যালোচনা করব যা পাঁচ বছর মেয়াদী। ভৈরব পৌরসভার মোট আয়তন ১০.১১ বর্গ কিমিঃ এবং এটি নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। মহাপরিকল্পনায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী।

❖ মহাপরিকল্পনায় ওয়ার্ড পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ওয়ার্ড পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সমস্যাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং স্থানীয় জনসাধারণকে তাদের এলাকার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও সমস্যগুলো সমাধানে কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার উপর সমর্থন গড়ে তোলা। এই সমস্যাবহুল এলাকাটিকে আরো ভালোভাবে বসবাস ও কর্ম উপযোগী এবং উপভোগ্য স্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিই হচ্ছে এই কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য। এতে তুলে ধরা হয়েছে নতুন সম্প্রসারিত এলাকার সুসংগঠিত উন্নয়ন। বর্তমান সমস্যাবহুল এলাকাগুলোর উন্নয়ন এবং বিভিন্ন আয়-উপার্জনকারী গ্রুপের গৃহায়ন ও আশ্রয় গড়ে তোলা। এতে এই পরিকল্পনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা কার্যঘটিতভাবে সক্রিয় ও আরো পরিবর্তনযোগ্য শহর পরিকল্পনার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তাদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

❖ কাঠামো ও শহর পরিকল্পনার সঙ্গে ওয়ার্ড পরিকল্পনার সম্পর্ক

ওয়ার্ড পরিকল্পনা হচ্ছে মহা-পরিকল্পনা প্যাকেজের তৃতীয় অংশ। অপর দুটি উচ্চ পর্যায়ের অংশ হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনা ও শহর পরিকল্পনা। কাঠামো পরিকল্পনায় কৌশল ও খাতওয়ারী নীতিসহ ভবিষ্যত পরিকল্পনার কর্মকাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনার আওতায় শহর পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাবগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

❖ মহাপরিকল্পনায় ওয়ার্ড অনুযায়ী বিস্তারিত দিকনির্দেশনা

ওয়ার্ডে কর্মপরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় সমস্যাগুলো সমাধনের উপর আলোকপাত করা এবং শহর পরিকল্পনার উপখাতগুলো বিবেচনা করে স্থানীয় উন্নয়ন গড়ে তোলা। কাঠামো পরিকল্পনার বিস্তারিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এগুলোকে ভৌত বৈশিষ্ট্য, কার্যঘটিত কারণে সুষম এবং একীভূত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। একই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটিকে নানাধর্মী সমস্যা বলেও উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড

কর্ম পরিকল্পনার একটি অনন্য সমস্যা নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং পরিকল্পনারকারীদের কাছ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান চায়। এধরনের সমস্যা শহর পরিকল্পনার অঞ্চলে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। নদীর পার্শ্বে বানিজ্যিক এলাকার সমস্যগুলো কেন্দ্রস্থলের বানিজ্যিক এলাকার বিদ্যমান সমস্যগুলোর সাথে তুলনা করা য়ায় না। তবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মান ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ও সুযোগ সুবিধার জন্য একটি সর্বনিম্ন মান থাকা দরকার। ওয়ার্ড অনুযায়ী পরিকল্পনার প্রত্যেকটিকে প্রণয়ন করতে হবে যাতে একটি সুনির্দিষ্ট উপ-এলাকার জন্য জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় সর্বাধিক অগ্রাধিকার থাকবে নির্বাচিত এলাকায় এবং এইটি থাকবে দ্রুত পরিবর্তনশীল এলাকার বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনার প্রণয়নের প্রয়োজন নেই এবং আগে ভাগে তা করা উচিত হবে না এবং সেগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিক অবকাঠামো ওয়ার্ড অনুযায়ী পরিকল্পনার বিস্তারিত দিকনির্দেশনা মান উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করা উচিত হবে না।

❖ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ

মহাপরিকল্পনায় ওয়ার্ডের উন্নয়নের প্রধান কাজ হচ্ছে, প্রস্তাবিত উন্নয়নের জন্যে ভূমি অধিগ্রহণ। প্রথমটি হবে স্বেচ্ছায় ভূমি প্রদান অথবা আলোচনার মাধ্যমে ভূমি ক্রয়। আলোচনা ব্যর্থ হলে জমি গ্রহণের জন্য বাধ্যতামূলক ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষমতার প্রয়োগ। বিদ্যমান সংকীর্ন রাস্তা প্রশস্ত করার জন্যে নিকটবর্তী ভূমি মালিকদের কাছ থেকে ভূমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্ট চালাতে হবে। নতুন রাস্তা করার জন্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমি বিক্রি করতে ভূমি মালিকদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমি বিক্রির ব্যাপারে জমি মালিকরা মতৈক্যে পৌছাতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনীয় ভূমি সংগ্রহে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। সড়ক নেটওয়ার্ক ও পয়ঃনিষ্কশন ব্যবস্থার সঙ্গে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করাই হলো এই এলাকার প্রধান উন্নয়ন মূলক কাজ।

❖ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল সড়ক যোগাযোগ, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মান, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, সাস্থ্য সুবিধা, শিক্ষা ও বিনোদন ইত্যাদি। এগুলো জনগনের সাথে পরামর্শ করে করা হয়েছে এবং তাদের মতামতকে সর্বোচ্চ প্রাধন্য দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে একের অধিক বার সভার আয়োজন করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে পৌর পরিষদে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মূল ফোকাস ছিল সড়ক উন্নয়ন ও পয়ঃনিষ্কাশন যা তাদের মতামত নিয়ে মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ বিবেচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছর পর ওয়ার্ডের চাহিদার একটি চিত্র অনুমান করা সম্ভব হয়েছে এবং সেই মোতাবেক ভূমি বন্টন করা হয়েছে। ওয়ার্ড পরিকল্পনার একটি অন্যতম বিষয় ছিল ওয়ার্ড সেন্টার নির্মান যাতে সকল সুবিধা মানুষ একটি স্থান থেকে গ্রহন করতে পারে।